তাওয়া গরম থাকতে থাকতে ইউনুস তাঁর সাধের পরোটা ভাজতে চান!

আঃ হাঃ জাফর উল্লাহ্

এদিকে দেখতে দেখতে গত একশ দশ দিনে পদ্মা-মেঘনা-ধলেশ্বরীর কত যে জল বঙ্গোপসাগরে পতিত হলো তার খবর কে রাখে? গত একশ দশ দিন বাংলাদেশের জন্য ছিল অত্যন্ত ঘটনাবহূল সময়। এই সময়ের মধ্যে ইয়াজুদ্দীনের তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রায় ৭৫ দিন রাজত্ব করতে ‘‘সক্ষম’’ হয়েছিল। এদিকে বিধি ছিলেন বাম; তাই এক অদৃশ্য শক্তির ইশারায় তাকে প্রধান উপদেষ্টার পদ থেকে সরে দাঁড়াতে হয় । এর পরই আসে দ্বিতীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার যেটি কি না সামরিক বাহিনীর সহায়তায় আবির্ভূত হয়েছে জানুয়ারী মাসের ১১ তারিখ।

এই নয়া তত্ত্বাবধায়ক সরকার ঘটন হবার ৬ দিন পর আমি লণ্ডন থেকে প্রকাশিত এক বাণিজ্যিক সংবাদ পত্র থেকে এই খবরটি পাই যে সামরিক বাহিনী নাকি প্রথম ইউনুসকে এই নয়া সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। ইউনুস তখন সেই প্রস্তাবে সরাসরি না বলে দিয়েছিলেন। এর পর সামরিক বাহিনী ফখরুদ্দীনকে এই পদে আসীন হতে আমন্ত্রণ জানায়। এরপর কি হয়েছে তাত সবাই জানেন তাই সব ঘটনার পুনরুল্লেখ করার দরকার আছে বলে আমি মনে করি না।

গ্রামীণ ব্যাংক প্রধান ইউনুস অক্টোবরের শেষে শান্তি বিষয়ক নোবেল প্রাইজ পাবার পর তাকে নিয়ে দেশে অবিশ্বাস্য রকমের হৈ চৈ হয়। তখন দেশ চালাচ্ছিলেন ইয়াজুদ্দীন। সে সময় ইউনুস গায়ে পড়ে তাঁকে এই পরামর্শ দেন যে তিনি যেন কারু দিকে না তাকিয়ে শক্ত হস্তে রাজ্য পরিচালনা করেন এবং এর সাথে এটাও স্পষ্ট করে বলেন যে ৯০ দিনের মাঝে যেন ভোটভুটির পর্বটা শেষ করে ফেলা হয়। ইউনুস নিজেকে অত্যন্ত শাসনতান্ত্রিক ব্যক্তি বলে মনে করেন। তাঁর মতে যা কিছু করতে হয় তা শাসনতন্ত্রের ভেতরে থেকেই করতে হবে। এদিকে পুলিশি অত্যাচারে যে কত লোকের জীবন নাশ হলো তাতে তাঁর কোনো পরোয়া নেই! নবেল প্রাপ্তির পর তাঁর বাচালতা এতই বেড়ে যায় যার নিদর্শন মেলা ভার তবে এক-তরফা ভোট যাতে না হয় সেটির প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে এত যে লোক মারা গেল রাস্তায় পুলিশী অত্যাচারে, তাতে তার মনে কোন বেদনার সঞ্চার হয়েছে বলে মনে হয় না। অতিশয় নির্দয়ের মত তিনি ইয়াজুদ্দীনকে শক্ত হস্তে দেশ চালনা করার জন্য মন্ত্রনা দেন। বাস, এতটুকুনই!

এদিকে পেছন থেকে সামরিক বাহিনী পরিচালিত সরকার যখন প্রায় ৪০,০০০ সাধারণ লোককে গণ অপরাধী বলে গ্রেফতার করলো যার মাঝ থেকে প্রায় ৪০-৫০ জন বেঘোরে প্রাণ হারালো পুলিশি অত্যাচারে আর তার সাথে ২৫-৩০ জন রাজনৈতিক নেতাকে গণ-অপরাধী বলে জেলে ঢুকানো হলো তার পর পরই চালু

হলো ইউনুসের রাজনীতিতে অনুপ্রবেশ করার চিন্তা-চেতনা ও লেকচার দেবার পালা। সমাজের প্রাংশু এক চিন্তাশীল ব্যক্তিত্বের অধিকারী হবার জন্য খবর কাগজের প্রতিনিধিরা সব সময় তাঁর পেছনে ধাওয়া করে যখন তখন, আর তার সাথে খবরে যখন রটলো যে তিনি নাকি রাজনীতিতে অনুপ্রবেশ করবেন এবং সাথে নয়া দলও গড়বেন নিজ হাতে, তখন সারা জাতী তার দিকে ঠায় তাকিয়ে রইলো। তিনি গত এক সপ্তাহে (ফেব্রুয়ারী ৯-১৬ তারিখ) দেশের রাজনীতি নিয়ে প্রকাশ্যে এত কথা বলেছেন যে তার বদলে অন্য কেউ জরুরী অবস্থায় সেই বিষয়ে এত কথা বললে হাজত বাস তার জন্য নির্ধারিত যে হতো তা আর বলার অপেক্ষা রাখে কি?

আর এদিকে সরকার যেখানে ঢেঁড়া পিটিয়ে বললো — প্রকাশ্য রাজনীতি করা চলবে না, করলে ফাটক বাস, সেখানে ইউনুস কেবল যে সংবাদ পত্রের মাধ্যম ব্যবহার করলেন তা নয়, টেলিভিসন, টেলিফোন, ফ্যাক্স থেকে শুরু করে আন্তর্জাল (ইন্টারনেট) পর্যন্ত ব্যবহার করলেন তাঁর রাজনৈতিক প্রাংগনে অনুপ্রবেশ করবেন কি না তা নির্ধারণ করার জন্য। তাহলে অনুধাবন করতে হবে এই যে, সরকার কেবল তার কাণ্ড-কারখানা দেখছেন বিস্ময়ে কিন্তু কিছুই বলছেন না জরুরী অধ্যাদেশ অমান্য করার জন্য।

ইউনুস ভাল করে জানেন যে অদৃশ্য শক্তিও চায় তিনি যেন রাজনৈতিক প্রাঙ্গনে এসে নিজের অবস্থান সুদৃঢ় করতে সক্ষ্ম হোন। দেশের সুশীল সমাজের কেষ্ট-বিষ্টুরাও চান যে ইউনুস রাজনীতিতে ঢুকে রাজনীতির অপরিবর্তিত অবস্থার এক সাড়া জাগানো পরিবর্তন আনেন। এই ব্যাপারে কেবল যে তারাই তাকে মদত দেবে তাই নয়, বিশেষ বিশেষ পত্র পত্রিকাও তার নয়া দলকে হৃষ্টপুষ্ট করতে অশেষ সাহায্য করবে।

ইউনুসের জন্য রাজনৈতিক সাগরে এক বড় জোয়ার এসেছে, তাই এক বড় বজরা তিনি নির্মানে ব্যস্ত। আবার অনেকেই বলেন যে দেশের রাজনৈতিক উনুন ঘরে যে তাওয়াটি এতকাল ঠান্ডা হয়ে পড়েছিল তা নানান কারণে গরম হয়েছে ,তাই ইউনুস এখন তার সাধের পরোটা ভাজার জন্য সুবিশেষ উৎসাহী হয়েছেন।

গত তিন দশকের উপরে ইউনুস ক্ষুদ্র ঋণের মাধ্যমে তার ব্যাংকের দ্বারা নাকি দেশ থেকে দারিদ্রতা দূর করতে প্রয়াসী হয়েছেন। বিদেশী মিডিয়াকে তো এত কাল ধরে ইউনুস বলে এসেছেন যে বাংলাদেশে তাঁর প্রয়াস অত্যন্ত ফলপ্রসূ হয়েছে। এ'জন্যই তো নরওয়ের নবেল কমিটি তাকে এত সম্মান দিয়ে পুরস্কৃত করলো। আর এটা ভাঙিয়ে তিনি এখন দেশের প্রধাণ মন্ত্রিত্ব লাভ করতে চান নির্বাচনের মাধ্যমে। তবে ৩০% সুদ নিয়ে যে দেশের প্রকৃত হত-দরিদ্রের অর্থনৈতিক কষ্ট বিমোচন করা যায় না তা আমাকে দেশের বেশ কিছ্য সংখ্যক অর্থনীতি বিশারদরা আগেই বলেছেন। তবে এদের কথাতে তো চিড়ে আর ভিজবে না। সিবিএস, সি এনএন, আর অন্যান্য বিদেশী মিডিয়ার প্রোপাগান্ডাই ইউনুসকে নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ে সহায়তা করেছে। তবে অর্থনীতিতে নোবেল পেতে হলে আকাদেমীক জর্নালে অনেক লিখা লিখতে হয় আর সেটির অভাবে ইউনুস সে

পুরস্কার থেকে চিরতরে বঞ্চিত হলেন। অমর্ত্য বাবুর বেলায় তার আকাদেমিক কাজই কেবল তাকে নোবেল পেতে সহায়তা করেছে।

টোরান্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক মিডিয়া অধ্যাপক প্রয়াত মার্শাল ম্যাক্‌লুহান আনেক আগেই বলেছিলেন যে - ‘‘দ্যা মিডিয়া ইজ দ্যা ম্যাসেজ’’। ইউনুস প্রোঃ ম্যাক্‌লুহানের এই সারগর্ভ কথাটি নিশ্চয় মনে রেখেছিলেন ১৯৬০ দশকে ছাত্র অবস্থায়। পরবর্তীতে এই মিডিয়াকে ভিত্তি করে গ্রামীন ব্যাংক যে প্রোপাগান্ডায় মেতে উঠেছিল (সিবি এস - ষাট মিনিটের অনুষ্ঠান আমিও দেখেছি ১৯৮০ দশকের গোড়ায়!) তারই ফল সরূপ ইউনুস পেলেন নবেল পুরস্বকার তাও আবার শান্তিতে। যারা তাঁর ব্যাংক থেকে উচ্চহারে ঋণ নিয়ে তা পরিশোধ করতে পারে নি তাদের যে শান্তি ভংগ হয়েছিল তার খবর অবশ্য নোবেল কমিটি কোন দিনই জানতে পারবেন না। পাকিস্তান আমলে কাবুলীওয়ালারা বোধ হয় গ্রামীন ব্যাংকের সুদের হার কে পরাস্ত করতে পেরে থাকবে তবে তারা কেবল ডর ভয় দেখিয়ে সুদ উদ্বার করতো, মামলা মকদ্দমা বা জমিজমা ক্রোক করতে প্রয়াসী হতো না। দরিদ্র লোকদের জমিজমা বা থালা বাসন কি পরিমাণ গ্রামীন ব্যাংক ক্রোক করিয়েছে তার পরিসংখ্যান আমার জানা নেই, তবে ঋণ পরিশোধ না করতে পেরে যে অনেকেই নির্যাতিত হয়েছে তার খবরও মেলা শুনেছি।

ইউনুস যেন মনে না করেন যে ব্যাংক চালানো আর দেশ চালানো সেই একই ব্যাপার! নবেল লোরিয়েট যে ব্যবসার ব্যাপারে অত্যন্ত কাঁচা তার নিদর্শিন পেয়েছি আমি গ্রামীন সেল-ফোনের সাথে ‘টেলিনোর’ এর আয়ের ভাগাভাগি নিয়ে যে ঝগড়া বিবাদ হয়েছে তার বৃতান্ত আন্তর্জালে পড়ে। আগামীতে তিনি যদি প্রধান মন্ত্রী বনে যান তবে বিশ্বায়নের নাম ভাঙ্গিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা ইউরোপীয় দেশের পুঁজিপতিরা নামে মাত্র বিদেশী মুদ্রা দিয়ে বাংলাদেশের সহজলভ্য ‘লেবার মার্কেট’ দখল করবে। এদিয়েও দারিদ্রতা বিমোচন করা যাবে না। এখন বড় প্রশ্ন হলো ইউনুস কার স্বার্থ দেখবেন - যারা তাকে নোবেল পুরস্কার দিল তাদের - না কি আপামর জনসাধারণের? পাঠকবর্গ, মনে রাখবেন ইউনুস কাদের সাথে উঠবসা করতে বেশী প্রয়াসী ছিলেন এতকাল?

তবে হ্যাঁ! রাজনীতি করা এত চাট্টখানি কথা নয়। শেখ মুজিব, ভাসানী, তাজুদ্দীন, সৈয়দ নজরুল, মণি সিং এরা দেশের জন্য অনেক ক’টি বার জেল খেটেছেন, সাধারণ লোকের প্রাণের কথা বুঝতে শিখেছেন। শীততাপ নিয়ন্ত্রিত সুরম্য অট্টালিকায় বসে ইউনুস সাহেব তো কেবল মনসেন্টো, টলিনোর, ড্যানোন আর এই জাতীয় মাল্টি ন্যাশানাল কোর্পোরেশনের সাথে মিটিং করেছেন আর দেশকে দেউলিয়া বানানোর পথ দেখাছিলেন পুঁজিপতি কোম্পানীদের প্রতিনিধিদের সাথে।

দেশের আপামর জনসাধারণ ইউনুসের ব্যবসা বানিজ্যিক কাণ্ড-কলাপের সাথে মোটেও পরিচিত নয়। ভবিষৎ এ তিনি যখন ভোট পাবার জন্য গ্রাম চষে বেড়াবেন তখন যেন তিনি তার পশ্চিমী কোর্পোরেশন প্রীতির কথা অল্প করে হলেও বলেন। নোবেল প্রাপ্তির পর দেশের সাধারণ লোক তার কাছে অনেক কিছু আশা করে তবে

তিনি রাজনীতির বাইরে থেকেও দেশের অনেক হিত কাজ করতে পারেন। আমরা অনেকেই আশা করেছিলাম যে নোবেল বিজয়ের পর তিনি গ্রামীন ব্যাংকের সুদের হার কমিয়ে দেশের দারিদ্রতা বিমোচনে একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত তৈরী করবেন, তবে সে আশাটা দেখছি এখন গুড়ে বালি!

ডঃ জাফর উল্লাহ্ পৃথিবীর নানান সংবাদপত্রে ও আন্তর্জালে সমীক্ষা লিখেন আমেরিকার নিউ ওর্লিয়ানস্ থেকে।